



38870 - মীকাতরে আগে তার হয়েযে শুরু হওয়ায় তিনি জিদেদা চলে গিয়েছেন, পরবর্তীতে তিনি উমরা করতে চাইলেন; সক্ষেত্রে তিনি কীভাবে থেকে ইহরাম বাঁধবেন?

প্রশ্ন

পর সমাচার: জনকৈ নারী ইয়মেনে থেকে উমরার নয়িতে এসছেন। মীকাতে পৌঁছার আগাই তার হয়েযের রক্ত দেখে দিয়ে। তখন তিনি জিদেদাতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকেন। এখন তিনি উমরা করতে চান। এমতাবস্থায় তিনি কি জিদেদা থেকে উমরা করবেন; নাকি ইয়ালামলাম মীকাতে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জনে রাখা উচতি যে, ইহরাম করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তাই হয়েযেগ্রস্ত নারী উমরা বা হজ্জের ইহরাম করতে পারেন। একজন হাজীসাবে যা যা করেন তিনিও তা তা করবেন; কেবল বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা ছাড়া। যহেতে আয়শা (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: “আসমা বনিত উমাইস (রাঃ) আল-শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মদ বনি আবু বকর (রাঃ) এর জন্ম দয়ার মাধ্যমে নফিসগ্রস্ত হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রাঃ) কে নরিদশে দনে যাত করে তাকে নরিদশে দিয়ে: গোসল করার ও ইহরাম বাঁধার।”[সহি মুসলিম (১২০৯)] হয়েযেগ্রস্ত ও নফিসগ্রস্ত উভয়ে হুকুম এক।

তাছাড়া আয়শা (রাঃ) এর যখন হয়েযে শুরু হয়েছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নরিদশে দনে একজন হাজী যা যা করে তা তা করার; কেবল বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা ছাড়া।[সহি বুখারী (১৫১৬)]

উল্লেখতি নারী যদি হয়েযে শুরু হওয়ায় উমরার নয়িত পরবর্তন করে ফলেন এবং এমতাবস্থায় মীকাত অতিক্রম করেন যে, তিনি উমরার কাজ শুরুর নয়িত করছেন না। যখন তিনি জিদেদাতে এলেন তখন উমরা করার ইচ্ছা জাগল; তাহলে এতে তার উপর কোন কষ্ট বর্তাবে না। তিনি জিদেদায় তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম করবেন। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এর ভেতরে আছেন তিনি যেখান থেকে নয়িত করছেন সেখান থেকে ইহরাম করবেন”[সহি বুখারী (১৫২৪) ও সহি মুসলিম (১১৮১)] অর্থাৎ যে ব্যক্তি মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করেন তিনি তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম করবেন।

আর যদি মীকাত অতিক্রমের মূহুর্তে এ নারীর উমরা করার নয়িত থাকে, কিন্তু তিনি সেখান থেকে ইহরাম না করেন; তাহলে



তার উপর আবশ্যক হলো মীকাতে ফরিং সেখান থেকে ইহরাম করা। যদি তিনি সটেনা করেন এবং জদ্দা থেকে ইহরাম করেন তাহলে তার উপর পশু জবাই করা আবশ্যক। যে পশুটি মক্কাত জবাই করা হবে এবং এর গশত হারাম এলাকার গরীব ও মসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: মোটকথা হলো: যে ব্যক্তির হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা থাকা অবস্থায় তিনি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রম করেন তার উপর আবশ্যক মীকাতে ফরিং গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা; যদি সটো সম্ভব হয়। চাই তিনি জিনেশুনে মীকাত অতক্রম করে থাকেন কিংবা না-জনে মীকাত অতক্রম করে থাকেন। এটি যে, হারাম তা তিনি জিনে থাকুন কিংবা না-জনে থাকুন। যদি তিনি মীকাতে ফরেত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধেন তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদে জানি না। এটি জাবরে বনি যায়দে, হাসান, সাঈদ বনি যুবাইর, ছাওরী, শাফয়ে ও অন্যান্যদের অভিমত। কোননা সেই ব্যক্তিকে যে মীকাত থেকে ইহরাম করার আদেশে দয়া হয়েছে তিনি সেখান থেকেই ইহরাম করছেন। তাই তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; যমেনভাবে কোন কিছু বর্তাবে না যদি তিনি মীকাত অতক্রম না করেন। আর যদি মীকাতের ভেতর থেকে ইহরাম করেন তাহলে দম (পশু জবাই) দয়া তার উপর আবশ্যক হবে। [আল-মুগনী ৩/১১৫] সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।